জাতিসংঘ সাপ্তাহিক সংবাদ সংক্ষেপ

সংখ্যা - ডিসেম্বর ২০০৮/০৩

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র,ঢাকা

সংবাদ শিরোনাম

* নতুন টিকা বাংলাদেশে ২০,০০০ শিশুর জীবন বাঁচাতে পারে- জাতিসংঘ
* গাজায় জাতিসংঘ দপ্তরে ইসরাইলী হামলায় উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা প্রতক্ষ্যদশী
* শরনাথী শিবিরে জাতিসংঘ স্কিম যৌনবাহিত জীবানু রোধ করতে সক্ষম হয়েছে
* জাতিসংঘ ফিজির বন্যা দুর্গতদের সাহায্য প্রদানে প্রস্তুত আছে
* জাতিসংঘ নের্তৃত্বে পরিচালিত পুনঃএকত্রিকরণ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে সাইপ্রাসের নেতৃবৃন্দ আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে

নতুন টিকা বাংলাদেশে ২০,০০০ শিশুর জীবন বাঁচাতে পারে- জাতিসংঘ

১৬ ডিসেম্বর -জাতিসংঘের সহায়তায় বাংলাদেশ শিশুদের জন্য একটি নতুন টিকা চালু করেছে। যা শিশুদের হিবসহ পাঁচটি মারাত্নক মরণব্যাধি থেকে রক্ষা করবে। । এর ফলে দক্ষিণ এশিয়ার এ দেশটিতে প্রতি বছর প্রায় ২০,০০০ শিশুর জীবন রক্ষা পাবে। হিব এমন একটি ভাইরাস যা থেকে শিশুদের ম্যানিনযাইটিসও নিউমোনিয়া হয়

প্রতি বছর হিব বা হিমোফ্যালিয়াস ইনফ্লুয়েঞ্জা -বি এর কারণে কয়েক মিলিয়ন ধারাবাহিক রোগের উদ্ভব হয় এবং ৪০০,০০০ লোক প্রাণ হারায় যার মধ্যে অধিকাংশ পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু।

চিকিৎসা স্বত্বেও প্রতি বছরে হাজার হাজার শিশু হিবে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বরণ করে অথবা স্থায়ী পঙ্গুত্বের শিকার হয় যেমন- প্যারালাইসিস, বধিরতা বা মস্তিস্কের বিকৃতি।

এই নতুন প্রতিষেধক বিশ্বব্যাপী ব্যাকটেরিয়া জনিত নিউমোনিয়ায় ভুগছে এমন শিশুর প্রায় এক-তৃতীয়াংশকে বাঁচাতে সক্ষম হবে। এটি শিশু মৃত্যুর একটি অন্যতম প্রধান কারণ। বাংলাদেশে পাঁচ বছর বয়সী শিশুদের ২৫ শতাংশের নিউমোনিয়ায় মৃত্যু হয়।

বাংলাদেশ নিয়মিত টিকাদান কর্মসুচির অংশ হিসেবে প্রায় ৪ মিলিয়ন শিশু এই প্রতিষেধক পাবে, যা হবে হিব থেকে সুরক্ষার প্রথম পদক্ষেপ।

বিশেষজ্ঞদের মতে ১৮ বছর ধরে প্রচলিত হিবের এই প্রতিষেধক এতটাই কার্যকরি যে , যেখানেই এর ব্যবহার হয়েছে সেখানেই এই রোগের নির্মুল সম্ভব হয়েছে।

গতকাল শুরু হওয়া এই টিকা দান কর্মসুচির ফলে শিশুরা আরও চারটি জীবনঘাতি ব্যাধি- ডিপথেরিয়া, টিটেনাস, হুপিংকাশ এবং হেপাটাইটিস বি থেকে রক্ষা পাবে।

এই কর্মসুচিটি GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunization) নামে পরিচিত একটি সরকারি-প্রাইভেট সেক্টর মৈত্রী দ্বারা পরিচালিত, যেখানে দেশের সরকার ছাড়াও আছে জাতিসংঘ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, জাতিসংঘ শিশু তহবিল এবং বিশ্ব ব্যাংক।

গাজায় জাতিসংঘ দপ্তরে ইসরাইলী হামলায় উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা প্রতক্ষ্যদশী

১৫ ডিসেম্বর - স্থানীয় সময় সকাল ১০ টায় ইসরাইলের ট্যাঙ্ক ও আর্টিলারী বহর থেকে প্রথম বোমাটি গাজা শহরে জাতিসংঘের প্রধান দপ্তরে আঘাত হানে। এর এক ঘন্টা পরে এই চত্তরে অবস্থানরত আতঙ্কগ্রস্থ ৭০০ ফিলিস্তিনী সেখান থেকে পালাতে শুরু করে এবং জাতিসংঘ কর্মকর্তাগণ ইসরাইলী সমঝোতা স্থাপনকারী কর্মকর্তাগণকে এই হামলার ভয়াবহতা সম্পর্কে অবহিত করেন এবং এসময় গোলা বারুদের খন্ডগুলো ক্রমাগত ভবনের ভিতরে ঢুকে পড়ছিল।

গাজায় জাতিসংঘ ত্রাণ এবং নিকট প্রাচ্যে ফিলিস্তিন শরনাথীদের জন্য কার্যকরী সংস্থার (UNRRWA-UN Relief and Works Agency for Palestine

Refugees in the Near East) পরিচালক জন জিং আজ গ্রাউন্ড জিরো থেকে ভিডিও লিঙ্কের মাধ্যমে প্রদানকৃত এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, 'সরাসরি আক্রমনের পুর্বে আমরা বলেছিলাম, হ্যাঁ আমরা নিশ্চিত হয়েছি যে গোলা বারুদের খন্ডগুলো ভবনের ভেতরে প্রবেশ করছে, আমরা এর বিপদ সম্পর্কে জানি, তবে আমরা চত্তরে কর্মরত লোকদের জানাই যে তাদের উদ্বিগ্ন হবার কোন কারণ নেই, তাদের কোন আঘাত করা হবে না।'

হামাসকে সম্পুর্নরূপে নিমুল করার অভিপ্রায় নিয়ে ফিলিস্তিনে পরিচালিত ইসরালী হামলার ২০ তম দিনে এই সংস্থায় হামলা চালানো হল। উলে-খ্য এই সংস্থা গাজায় প্রায় ৭৫০,০০০ ফিলিস্তিনি শরনার্থীকে ত্রাণ বিতরন করেছে, যা ফিলিস্তিনের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক এবং দ্রুতই এই সংখ্যা বাড়ানোরও সম্ভাবনা ছিল।

জনাব জিং বলেন, ' আমরা বলে আসছি যে সেখানে অনেক বিপদ ছিল বিশেষ করে সবচেয়ে ভয়াবহ হল চত্তরে বিভিন্ন কেন্দ্রে এবং পানির পাম্প স্টেশন ও পয়ঃনিস্কাশন স্টেশনে পুনঃত্রাণ বিতরণের জন্য আমাদের পাঁচটি ট্রাক পুর্ণ জ্বালানীসহ প্রস্তুত ছিল এবং আমরা ইসরালী নিরাপত্তা বাহিনীকে এগুলোর সুনিদিষ্ট অবস্থান জানিয়ে সতর্ক করে দিয়েছিলাম।'

এক ঘন্টার মধ্যে ওয়ার্কশপ এলাকা যেখানে ট্রাকগুলো পার্কিং করানো ছিল সেখানে বিস্ফোরক ও আগুন ছড়িয়ে পড়ে। যখন ট্রাকগুলো চলতে শুরু করে তখন একই এলাকায় আরো ৬ দফা বোমা বর্ষন করা হয় এবং আন্তর্জাতিক কর্মকর্তাগণ ফসফরাসে দগ্ধ হন।

প্রথম বর্ষন হওয়া কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে ৬০ মিটার এবং দ্বিতীয় বর্ষন এলাকা থেকে ১৫০ মিটার দুর থেকে আতঙ্কগ্রস্থ জনাব জিং বলেন, 'এটা দেখতে ছিল ফসফরাসের মতো , এর গন্ধ ফসফরাসের মতো, এটা দগ্ধও করে ফসফরাসের মতো, সে কারণেই আমি একে ফসফরাস বলছি। দুটি হামলায় মাত্র দু'জন আহত হয়েছে।

তিনি আরো বলেন, 'পুরো এলাকা অগ্নিদগ্ধ হয়েছে। আমাদের ওয়ার্কশপ এর অংশ, যেটি সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এর থেকে আগুন গুদাম ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। আমাদের অবশ্যই এখান থেকে সরে যেতে হবে যতক্ষন না আমরা এই নিশ্চয়তা পাচ্ছি যে এখানে আর পুনরায় হামলা চালানো হবে না। এখনও গ্যারেজে পেট্রোল ট্যাঙ্কগুলো মজুদ আছে। যুদ্ধ বিক্ষব্ধ এলাকার কারণে ফায়ার সার্ভিসের ঘটনাস্থলে আসতে দু' ঘন্টা সময় লেগে যায়।'

এটা খুবই দুঃখজনক যে বিলম্ব হওয়ায় আমাদের গুদামঘরটি রক্ষা করা যায়নি যেখানে কয়েক হাজার টন খাদ্য ও ওষুধ ছিল যা আমরা আজকে আমাদের বিভিন্ন কেন্দ্র, স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং খাদ্য কেন্দ্রে সরবরাহ করতাম।

জনাব জিং উলে-খ করেন, 'আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রায় ছয় ঘন্টা সময় লেগে যায় এবং কয়েক ঘন্টা অতিবাহিত হবার পরও সেখানে এখনও ধুমায়িত শিখা দেখা যাচ্ছে। ইসরাইল বলেছে এটি ছিল UNRWA দপ্তর থেকে হামাসদের সহযোগিতা প্রদানের জবাব। একটি স্বাধীন তদন্তে বলা হয় এই চত্তরে বিদ্রোহীর অবস্থান বা এখান থেকে বোমা বর্ষনের উৎস ছিল না।

তবে তিনি জোড় দিয়ে বলেন, UNRWA এর সাথে যোগাযোগ রক্ষাকারী ইসরাইলী কর্মকর্তাগণ খুবই সৎ, খুবই সচেতন এবং খুবই পরিশ্রমী এবং তারা অবশ্যই বিস্তারিত জানতে পেরেছিল এবং জাতিসংঘকে নিশ্চিত করার চেষ্টা করেছিল।

বোমা বর্ষনের বরাত দিয়ে বলেন, এটা আমাদের জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। এটা ছিল আমাদের সকল নেটওয়ার্কের সমন্বয় কেন্দ্র ও কর্মকান্ডের মুল কেন্দ্র বিন্দু তবে অবশ্যই আমরা নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রস্তুত আছি এবং আমরা এই চত্তরের বাইরে আরেকটি গুদামঘর খুলতে যাচ্ছি যাতে আমরা আমাদের কর্মকান্ড অব্যাহত রাখতে পারি।

তিনি আরো বলেন, ' মুল কথা হল যেকোন পরিস্থিতিতে এখানকার মানুষকে মানবিক সাহায্য সরবরাহ করাই আমাদের কাজ । সব বিপদ মোকাবেলা করে ও ঝুঁকি মেনে নিয়েই আমাদের এখানে থাকতে হবে এবং এই নতুন চ্যালেঞ্জ আমরা এখন যার সম্মুখিন সেটিও তেমন। আমি এটা আপনাকে জানাচ্ছি যে গাজায় নিরিহ জনগণের সঙ্গে কি হচ্ছে এবং এ পরিস্থিতিতে কিভাবে তারা ২০ দিন যাবত বেঁচে আছে জাতিসংঘ চত্তরে হামলায় আমরা সরাসরি এর অভিজ্ঞতা লাভ করেছি।

তাই আমাদের আকুল আবেদন শুধু জাতিসংঘ কর্মকর্তা, চত্তর, নির্ধারিত এলাকা বা প্রতিনিধিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার চেয়েও বেশি গুরুত্বপুর্ণ হল যখন কোন পুনঃনির্ধারিত স্থানে গোলা-বারুদ ও ট্যাঙ্ক হামলা চালানো হয় তখন নিশ্চিতভাবে সেখানে বেশি লোকের প্রাণহানি হয় আর এভাবে ফিলিস্তিনের যে অগণিত বেসামরিক জনগণ, অসহায় পুরুষ, নারী ও শিশু যারা এই যুদ্ধে নির্বিচারে নিহত হচ্ছে, যে কোনো উপায়ে এবং যে কোনো মুল্যে তাদের সুরক্ষায় ব্যবস্থা নিতে হবে।

জনাব জিং এই ভিডিও কনফারেন্সে জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুনের সঙ্গে আলাপ কালে জাতিসংঘ কর্মকর্তাদের পক্ষ থেকে এই জোড়ালো আবেদন তুলে ধরেন। জাতিসংঘ মহাসচিব এই মুহুর্তে একটি নিশ্চিত যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব নিয়ে গুরুত্বপুর্ণ কুটনৈতিক মিশনে জেরুজালেমে অবস্থান করছেন।

শরনার্থী শিবিরে জাতিসংঘ স্কিম যৌনবাহিত জীবানু রোধ করতে সক্ষম হয়েছে

১৪ ডিসেম্বর - জাতিষংঘ শরনার্থী সংস্থা কমিউনিটি স্বাস্থ্যকর্মীদের তাদের বাড়ির বাইরে কনডম সরবরাহের কাজে ব্যবহার করাসহ কতগুলো ধারাবাহিক পদক্ষেপ নিয়েছে । যা নাটকীয়ভাবে বাংলাদেশের শরনার্থীদের মধ্যে যৌনবাহিত জীবানু সংক্রমন হ্রাসে সহায়তা করেছে।

জাতিসংঘ শরনার্থী বিষয়ক হাই কমিশনের সঙ্গে চিকিৎসা সমন্বয়কারী হিসেবে নিয়োজিত জাহিদ জামাল খাত্তাক বলেন, কমিউনিটি স্বাস্থ্য কর্মীদের ব্যবহার করা মুলত এই কর্মসুচির একটি নতুন সংযোজন যা তিন বছর আগে শুরু হয়েছিল।

এই প্রকল্পের ফলে ২০০৫ সাল থেকে নয়াপাড়া এবং কুতুপালং ক্যাম্পে যেখানে একসাথে মিয়ানমারের উত্তর রাখাইন প্রদেশ থেকে আসা ২৮,০০০ মুসলিম রোহিঙ্গা পরিবোর বাস করে সেখানে প্রতি মাসে সংক্রমনের হার ৬৭ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।

এই উদ্যোগের শুরুতেই ক্যাম্পে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়, বাইরে থেকে আসা রোগীদের ক্লিনিকাল জীবাণু নির্ণয় ও যথাযথ পরীক্ষা করানো এবং সঠিক ওষুধের সহজলভ্যতা বৃদ্ধি করা হয়।

ডা. জামাল ব্যাখ্যা করেন, অনেক পুরুষ শরনার্থী যারা বাইরে কাজ করে তাদের বিবাহ-বর্হিভূত শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের অভ্যাস আছে এবং তারা আবার এই জীবাণু তাদের স্ত্রীদের মধ্যে সংক্রামিত করে, তবে তাদের স্ত্রীদের কনডম সরবরাহ করার ফলে (যা ক্লিনিকে দেয়া হয় পরবর্তী জীবাণু সংক্রমন রোধ করতে) তা উদ্দেশ্য সাধনে খুবই কার্যকর হয়েছে।

UNHCR এই অসাধ্যটি সাধন করেছে ৩৯ টি কমিউনিটি স্বাস্থ্যকর্মীর (যার মধ্যে ১৪ জন নারী) মাধ্যমে ক্লিনিক ছাড়া তাদের বাড়ির বাইরে ২টি ক্যাম্পে কনডম বিতরন করিয়ে। ধর্মীয় নেতাদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে প্রশিক্ষণ প্রদানেও নিয়োজিত করা হয়েছিল।

কনডম বিতরনের পরিমান হঠাৎ করেই আকাশচুম্বি হয়ে ওঠে, যা ২০০৫ সালে ছিল ৭৮০ টি গত বছর এর পরিমাণ হয় ৬২,৫৮০টি। ৩২ বছর বয়সী মাহমুদা খাতুন নামে একজন স্বাস্থ্যকর্মী জানান, তিনি প্রতিনিয়ত পুরুষের পাশাপাশি নারীদের কাছ থেকেও কনডম সরবরাহের অনুরোধ পাচ্ছেন। তিনি আরো বলেন, ‘অবিবাহিত নারী ও পুরুষরা আমার বাড়িতে আসে কনডম সংগ্রহের জন্য। তারা আমাকে জানায় এটা তাদের রোগবালাই থেকে দুরে থাকতে সাহায্য করছে।’

UNHCR উলে-খ করে, এইচআইভিএইডস্ প্রতিরোধের ব্যাপারে প্রশিক্ষণ এবং যেসব জনসংখ্যার ঐতিহ্যগতভাবে বেশি সন্তান হয় তাদের পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমেও কনডমের ব্যবহার বাড়ানো সম্ভব।

জাতিসংঘ ফিজির বন্যা দুর্গতদের সাহায্য প্রদানে প্রস্তুত

১৩ ডিসেম্বর - ফিজিকে সাহায্য প্রদান করতে জাতিসংঘ সংস্থাগুলো প্রস্তুত। প্রশান্ত মহাসাগরীয় এই দেশটিতে সম্প্রতি কয়েক দিনের প্রবল বৃষ্টিতে বন্যা দেখা দিয়েছে, যার ফলে কমপক্ষে ৭ জনের মৃত্যু এবং ৬,৫০০ জনেরও বেশি লোক আহত হয়েছে।

জাতিসংঘ মানবিক সমন্বয় বিষয়ক দপ্তর জানায় টানা তিন দিনের বৃষ্টির পর গত ১১ জানুয়ারি দেশটির পশ্চিম অঞ্চলে ৩০ দিনব্যাপী জাতীয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘোষণা করা হয়েছে। আরও উলে-খ করা হয় যে বন্যা দেশটির উত্তর ও মধ্যাঞ্চলেও আঘাত হেনেছে।

জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দপ্তর জানায় যে বন্যার সরাসরি ক্ষয়ক্ষতি হিসেবে ৭ জনের মৃত্যুর খবর রেকর্ড করা হয়েছে। এছাড়াও গত বুধবারে ৬,৫৯১ জন লোক আহত এবং ১১০ টি ঘরবাড়ির ক্ষতি হয়েছে।

OCHA উলে-খ করে ফিজির অর্ন্তবর্তী সরকার কোন আন্তর্জাতিক সহযোগিতার জন্য অনুরোধ করেনি। অন্যদিকে বুধবার রাতে ও বৃহস্পতিবার আরেকটি মৌসুমী দুর্যোগের কারণে আরো বৃষ্টিপাত হতে পারে বলেও ধারণা করা হচ্ছে। যা হয়ত বর্তমান পরিস্থিতিকে আরো শোচনীয় ও জটিল করে তুলবে।

OCHA ১২ জানুয়ারি জাতিসংঘ সমন্বয়ের একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে আন্তর্জাতিক সহযোতিার অনুরোধের প্রেক্ষিতে জাতিসংঘের জবাব কি হবে সে ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। এই দপ্তর থেকে আরো জানানো হয়েছে অন্যান্য বিশ্ব নেতৃবৃন্দ ও বিশ্ব সংস্থকে বহুমুখী চাহিদা পুরণে সহায়তা প্রদানের জন্য প্রস্তুত থাকার আহ্বাণ জানানো হয়েছে।

জাতিসংঘ শিশু তহবিল ও জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিলসহ বিভিন্ন জাতিসংঘ সংস্থার ত্রাণ সামগ্রী প্রস্তুত রাখা হয়েছে, যা অনুরোধের প্রেক্ষিতে প্রদান করা হবে।

জাতিসংঘ নেতৃত্বে পরিচালিত পুনঃএকত্রিকরণ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে সাইপ্রাসের নেতৃবৃন্দ আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে

১২ ডিসেম্বর – গ্রীক সাইপ্রাসী ও তুরস্কের সাইপ্রাসীরা আজ ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ পুনঃএকত্রিকরণে উদ্দেশ্যে জাতিসংঘ নেতৃত্বে পরিচালিত আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। এই আলোচনায় একটি ফেডারেল সরকার এবং সংসদীয় রাষ্ট্রের সম্পর্ক ছাড়াও অমীমাংসিত সমস্যা সমাধানের কৌশলের ওপর জোড় দেয়া হচ্ছে।

গত মে মাসের গ্রীক সাইপ্রাসী নেতা ডেমিট্রিস ক্রিস্টোফিয়াস এবং তুরস্ক সাইপ্রাসী নেতা মেহমেদ আলী তালাত অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার অঙ্গীকার করেন, যার মাধ্যমে একটি একক আন্তর্জাতিক পরিচয়ের ফেডারেল সরকারের সাথে তুরস্ক সাইপ্রসী সংসদীয় রাষ্ট্র এবং একটি গ্রীক সাইপ্রসী সংসদীয় রাষ্টের মধ্যে সামঞ্জস্য করা হয়। যেখানে সকলের সমান অধিকার থাকবে।

জাতিসংঘ মহাসচিবের বিশেষ উপদেষ্টা আলেক্সজান্ডার ডোনার জাতিসংঘ সুরক্ষিত এলাকা নিকোসিয়ায় আলোচনা শেষে সাংবাদিকদের বলেন, আগামী শুক্রবার পুনঃরালোচনার দিন নির্ধারণ করা হয়েছে।

তিনি উলে-খ করেন, শাসন ও ক্ষমতা ভাগাভাগির এটাই হবে শেষ আলোচনা। তিনি আরও বলেন, সব আলোচনায় সম্পদের বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে।

গত সেপ্টেম্বরে শুরু হওয়া সাইপ্রাস পুনঃরেত্রিকরণ প্রক্রিয়ায় ক্ষমতা ভাগাভাগিই ছিল মূল কেন্দ্র বিন্দু।

গ্রীক সাইপ্রাসী ও তুরস্কের সাইপ্রাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধে ১৯৬৪ সাল থেকে সাইপ্রাসে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী কাজ করছে।

** ** ***